প্রথম আলো

তারিখ ... 22 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

প্রাথমিকের শিক্ষক পড়ান কলেজে

ঈশ্বরগঞ্জের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে বেসরকারি কলেজে চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ●

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে একটি বেসরকারি কলেজে চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা যায়, ঈশ্বরগঞ্জের রাজীবপুর ইউনিয়নের ১৯ নম্বর উজান চরনওপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ আছে ছয়টি। অনুপস্থিত ওই সহকারী শিক্ষকসহ সেখানে চারজন কর্মরত আছেন। অনুপস্থিত শিক্ষকের নাম মো. আজিজুল হক। গত এপ্রিল মাস থেকে কর্মস্থলে টানা অনুপস্থিত আছেন তিনি। প্রধান শিক্ষক মো. খায়রুল ইসলাম বলেন, আজিজুল হকের বাড়ি বিদ্যালয়ের পাশেই। পথে-ঘাটে দেখা হলে তিনি তাঁকে বিদ্যালয়ে আসার অনুরোধ করতেন। তবু তিনি বিদ্যালয়ে আসছেন না। পরে তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আজিজুল বেসরকারি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তবে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে আজিজুল পদত্যাগ করেছেন কি না তা তিনি জানেন না। এ-সংক্রান্ত কোনো নথিও তাঁর বিদ্যালয়ে নেই।

এদিকে নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত না থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) সভাপতির নির্দেশে মো. খায়রুল ইসলাম ১০ এপ্রিল বিষয়টি লিখিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে জানান।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ইউইও) মো. আলী বলেন, প্রধান শিক্ষকের পাঠানো চিঠিটি তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার (ডিপিইও) কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গত বুধবার মুঠোফোনে ডিপিইও শফিউল হক বলেন, এ ধরনের কোনো চিঠি তিনি পাননি। তবে এ প্রতিবেদকের কাছ থেকে বিষয়টি জানার পর দ্রুত প্রতিবেদন পাঠাতে ঈশ্বরগঞ্জ ইউপিইওকে নির্দেশ দেন তিনি।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মো. আজিজুল হক ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার উচাখিলা স্কুল অ্যান্ড কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. আবদুল হালিম বলেন, জানুয়ারি মাস থেকে আজিজুল হক তাঁর প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পড়াচ্ছেন।

মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে আজিজুল হক উচাখিলা স্কুল অ্যান্ড কলেজে যোগদান করার বিষয়টি স্বীকার করেন। তবে প্রতিষ্ঠানটি বেতন-ভাতার জন্য এমপিওভুক্ত না হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে পদত্যাগ করার প্রয়োজন মনে করছেন না তিনি।